সয়া চাঙ্কেও ইমামি

এই সময়: ভোজ্য তেল, স্পেশ্যালিটি ফ্যাটস, বনস্পতি, মশলার পর এবার সয়া চাঙ্কের ব্যবসায় নামল ইমামি গোষ্ঠী। তাদের সংস্থা ইমামি অ্যাগ্রোটেক লিমিটেড আজ বুধবার থেকে রাজ্যে 'হেল্দি অ্যান্ড টেস্টি' ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত সয়া চাঙ্ক নিয়ে আসছে। সংস্থার লক্ষ্য, আগামী ২-৩ বছরে এই নয়া পণ্য ক্ষেত্র থেকে ৬০-৮০ কোটি টাকার ব্যবসা করা। সয়া চাঙ্কের পাশাপাশি ইমামি অ্যাগ্রোটেক আরও কিছু খাদ্যপণ্য আনার পরিকল্পনা করেছে।

সংস্থার সিইও সুধাকর দেশাই মঙ্গলবার বলেন, 'প্যাকেটজাত সয়া চাঙ্কের সংগঠিত বাজার আমাদের দেশে ১,০০০ কোটি টাকার মতো। এর মধ্যে ৩৫% পশ্চিমবঙ্গে। আগামী ২-৩ বছরে আমরা এখানকার ১০-১৫% বাজার দখল করতে পারব বলে আশা করছি। আমাদের সয়া চাঙ্কে তিনটি ইমিউনিটি বিল্ডিং নিউট্রিয়েন্ট এবং জিঙ্ক রয়েছে।'

ইমামি অ্যাগ্রোটেক ডিরেক্টর কৃষ্ণ মোহন জানিয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে প্রায় ৫০,০০০ বিপণিতে তাঁদের হেল্দি অ্যান্ড টেস্টি স্মার্ট ব্যালান্স নিউট্রি সয়া চাঙ্ক পাওয়া যাবে। তাঁর কথায়, 'বাজারের একটি বিরাট অংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের দখলে। কিন্তু, করোনা পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা উল্লেখজনক বৃদ্ধি পাওয়ায় সয়া চাঙ্কেও সংগঠিত ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব এখনকার তুলনায় অনেকটাই বাড়বে।'

করোনা পরিস্থিতিতে বাজারের চাহিদা মেটাতে কয়েক মাস আগে ইমামি হেল্দি অ্যান্ড টেস্টি স্মার্ট ব্যালান্স ইমিউনিটি বুস্টার ভোজ্য তেল নিয়ে এসেছে ইমামি অ্যাগ্রোটেক। বর্তমানে ইমামি অ্যাগ্রোটেকের মোট ১৩,০০০ কোটি টাকার ব্যবসার মধ্যে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা হেল্দি অ্যান্ড টেস্টি ব্র্যান্ড থেকে আসে। সুধাকর বলেন, 'সামগ্রিক ভাবে ভোজ্য তেলের বিক্রি যেখানে বছরে ১২% হারে বাড়ছে, সেখানে আমাদের ব্যবসা বৃদ্ধির হার ২০%।' বর্তমানে সংস্থার প্রতি দিন ভোজ্য তেল উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ টন।

সম্প্রতি ভোজ্য তেলের দাম অনেকটা বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মন্তব্য, 'ভারতের মোট ভোজ্য তেল চাহিদার ৬৫% মেটাতে আমদানিই ভরসা। বিভিন্ন কারণে বিশ্বে ভোজ্য তেলের দাম বাড়ার প্রভাব ভারতে পড়েছে।'